বুদ্ধদেব বসু

কঙ্কাবতী

কবিতা-ভবন
১৯৩৭

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত

উপন্যাস

সাড়া, অকর্ম্মণ্য, মন-দেয়া-নেয়া, যবনিকা-পতন, অনেক রকম,
সানন্দা, রডোডেনড্রন-গুচ্ছ, যেদিন ফুটলো কমল, আমার বন্ধু,
ধূসর গোধূলি, হে বিজয়ী বীর, একদা তুমি প্রিয়ে,
সূর্য্যমুখী, অসূর্য্যম্পশ্যা, লাল মেঘ,
পরস্পর, রূপালি পাখি,
বাড়ি-বদল, বাসর ঘর,
পারিবারিক

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে
বিসর্পিল, বনশ্রী

ছোটো গল্প

রেখাচিত্র, অভিনয় অভিনয় নয়, অদৃশ্য শত্রু, মিসেস গুপ্ত,
প্রেমের বিচিত্র গতি, শ্বেত পত্র
ঘরেতে ভ্রমর এলো,
অসামান্য মেয়ে

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি, আমি চঞ্চল হে, সমুদ্রতীর

কবিতা

বন্দীর বন্দনা, পৃথিবীর পথে, কঙ্কাবতী

ছোটোদের

রঙিন কাচ, ঘুম-পাড়ানি, এলোমেলো, জলতরঙ্গ,
সাগর-রহস্য (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে) কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড,
শনিবারের বিকেল, অপরূপ রূপকথা (হ্যান্স
অ্যাণ্ডারসেনের তর্জমা, ৩ খণ্ডে)

কঙ্কাবতী : কাল ও কখনো : ও অন্যান্য কবিতা : বুদ্ধদেব বসু প্রণীত

কবিতা ভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা

প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

প্র থ ম সং স্ক র ণ

আ ষা ঢ়, ১ ৩ ৪ ৪
জু লা ই, ১ ৯ ৩ ৭

দু ই টা কা

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাশ লেন, কলিকাতা

কঙ্কাবতী : কাল ও কখনো : ও অন্যান্য কবিতা

এই বইয়ের কবিতাগুলি প্রায় সবই ১৯২৯ ও ৩০ এই দুই বছরের মধ্যে লেখা, ও মূলত একই ঝোঁকের সৃষ্টি। সেই সময়কার সমস্ত কবিতার মধ্যে যেগুলোর কোনো-না-কোনো কারণে কিছু-না-কিছু মূল্য আছে ব'লে এখন আমার মনে হয়, শুধু সেইগুলোই একত্রিত হ'লো ক ঙ্কা ব তীতে।

রূ প ক থা কবিতাটি ১৯৩২-এর; একটা ঝোঁক কেটে যেতে-যেতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দিয়ে গেলো। শে ষে র রা ত্রি র প্রথম দুই শ্লোক লিখেছিলাম ১৯৩১-এ, তারপর সেদিন এই বইয়ের জন্য কোনোরকমে টানা-হেঁচড়া ক'রে শেষ ক'রে দিলাম। ওর ধুয়োটা ভালো লাগলো ব'লে কবিতাটা হারাতে ইচ্ছা করলো না। তা ছাড়া হ ঠা ৎ হা ও য়া ১৯৩৪-এ লেখা।

আমি আমার কবিতার মাজা-ঘষা অদল-বদল বড়ো একটা করিনে; একবারে যেমন লেখা হ'য়ে যায় সেটাই সব চেয়ে ভালো—আমার নিজের পক্ষে অন্তত এ-কথা সত্য। তা ছাড়া, যে-কোনো কবির পক্ষেই পরবর্ত্তী পরিণতির শাসনে নিজের পুরাকালের রচনা কাটছেঁড়া করা আমি অন্যায় মনে করি। এখন যতই কাঁচা মনে হোক্, তখন যে-সুর বেজেছিলো তা আর ফিরে আসবে না কিছুতেই। নিজের পুরোনো লেখাগুলো নিয়ে বসলে উপরের পালিসটা হয়তো ভালো করতে পারি, কিন্তু কবিতার যেটা আসল জিনিস সেই সুরটাই নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয় থাকে। নিজের পুরোনো লেখা বর্ত্তমান রীতিতে ঢালাই করতে না-গিয়ে নতুন কবিতা লেখা ঢের ভালো—এবং ঢের সোজা।

এ-বইয়ের প্রথম দিককার কয়েকটি কবিতার বিশৃঙ্খলতা এখন আমার পছন্দ না-হ'লেও ওদের রূপটাকে সম্পূর্ণই বজায় রেখেছি। তবু অতি অল্প একটু অদল-বদল না-ক'রেও পারিনি; কোনো-কোনো কথা কি বাক্যরচনার ভঙ্গি এখন কিছুতেই সহ্য হয় না।

কলকাতা
১৯৩৭

বুদ্ধদেব বসু

কাল

কাল সে আসিবে হেথা—এই কথা লিখে পাঠায়েছে।
নিজ হাতে লেখা চিঠি—সেই চিঠি রয়েছে ড্রয়ারে,—
(যে-কোনো মুহূর্ত্তে খুলে আবার পড়িতে পারি তাহা।)
নাচের গতির মতো টানা-টানা হাতের আখর,
বড়ো-বড়ো রেখাগুলি এ উহার শরীরে টলি
বড়ো-বড়ো লেখাগুলি, কিন্তু চিঠিখানি ভারি ছোটো।
'ইতি'তে করেনি শেষ, লিখিয়াছে শুধু তার নাম—
তা-ও দু' অক্ষর।

রাস্তায় গাড়ির শব্দ, তার পরে চাবুকের শিষ,
মুহূর্ত্তের নীরবতা—আবার সে চাকার ঘর্ঘর,
ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌।
তার চেয়ে স্পষ্ট তার পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে,
আরো স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট—দ্রুত শব্দ, দ্রুত পদক্ষেপ;
উৎসুক হাতের ঠেলা—খুলে গেছে ভেজানো দুয়ার।
প্রথমে ফুলের গন্ধ—বায়ু তারে করিছে লেহন,
আবার চুলের গন্ধ—বাতাস কি এখনো বহিছে?

একটি সোনালি সুতা এলায়ে পড়েছে মোর কাঁধে,
ছড়ায়ে গিয়েছে মুখে—চোখে—ঠোঁটে রাশীকৃত সোনা ;
তারপর কণ্ঠ ঘিরি' কুন্দশুভ্র দুইটি হাতের
কোমল উত্তাপ,
দশটি পরির মত দশটি আঙুল মোর বুকে।

'কাল সে না আসে যদি !' 'যদি আসে, ভালো নাহি বাসে !'
'তেমন না হয় যদি তার প্রেম, তোমার যেমন !'
'যদি সে বাসেও ভালো, যত ভালোবাসিতে সে পারে,
তবু তব ভালো নাহি লাগে !'

কাল—সে তো আজ নয় ; কাল—সে তো দেখা দেবে কাল,
আজ তার সেই চিঠি রহিয়াছে—দেখিবে ?—ড্রয়ারে,
নিজ হাতে লেখা চিঠি—টানা-টানা হাতের আখর,
বড়ো-বড়ো লেখাগুলি, কিন্তু চিঠিখানি ভারি ছোটো—
বড়ো-বড়ো রেখাগুলি এ উহার কানে-কানে কয়—
কাল সে আসিবে !
এখন তো সবে সন্ধ্যা—সারা রাত্রি—তবে তো প্রভাত !
কাল সে আসিবে।

কখনো

আমি তো দেখেছি তারে (কত তারা, যারা দেখে নাই)·
সোনার ঢেউয়ের মত কেশ-রাশি উঠিছে উচ্ছ্বসি',
ঠোঁটের আরক্ত রেখা—নদীতে দীপের ছায়া-সম
ভাঙিয়া ছড়ায়ে যায় সারামুখে, যখন সে হাসে।
বাদামি সে চোখ দু'টি—নদীতে দীপের ছায়া-সম
ভাসিয়া বেড়ায় ঘুরে—স্থির হ'তে কভু নাহি জানে।
—জানে না কি ?
কপাল ঈষৎ নত, দৃষ্টি তবু ছুটিছে সুমুখে,
(অথচ কাঁপেনি ভুরু, কোনো রেখা পড়েনি ললাটে)
চঞ্চল দীপের ছায়া সহসা ফুটেছে তারা হ'য়ে,
পর-পর ছুটে আসে আলোকের সূচীতীক্ষ্ম শর—
রয়েছো সুমুখে কভু ?
আমি তো দেখেছি তারে—সেই চোখ, চুল আর ঠোঁট,
সোনার ঢেউয়ের মত, ঢেউয়েতে দীপের ছায়া-সম :
স্বর্গে মোর কিবা কাজ, পৃথিবীরে কেন বা চাহিবো ?

সারা রাত্রি কেটে গেলো, ভোর হ'লো কাল।
দুপুরে বাড়িলো রোদ ; বিকাল সে এসেছে ঝিমায়ে ;
গোধূলি রয়েছে শুয়ে পশ্চিমের গোলাপি বালিসে ;
গোধূলির অন্ধকারে ম'রে গেলো আজিকার দিন।

'কই, সে তো আসিলো না! কত স্বপ্ন দেখেছিলে তুমি!'
'তোমারে বাসে না ভালো!' 'জানে না বাসিতে ভালো সে যে!'
'যদি সে আসিতো, তবে তোমার তা ভালো লাগিতো না,
ভালোই হয়েছে!'
'কখনো সে আসিবে না;—আমরণ অপেক্ষা তোমার?
হায় রে দুর্ভাগা!'

আমার সৌভাগ্য এই, ভবিষ্যৎ দেখিতে পারি না;
(তোমরা পারো কি?)
কে জানে কাল কী হবে? হয়-তো বা আসিবে সে কাল।
কাল—তার শেষ নাই, মোরা শুধু আজ নিয়ে বাঁচি;
যা কখনো হয় নাই—হ'তে পারে, তার নাম কাল,
নিয়ত হতেছে যাহা—হ'য়ে গেছে, আজ তার নাম।
ব্যস্ত এ-পৃথিবী আছে মোর তরে আজিকার মতো;
পৃথিবী—মানুষে ভরা, মোর 'পরে সকলের দাবি—
পৃথিবী—কাজের কল, মোর 'পরে সবগুলি চাকা—
এই নিয়ে কাটে মোর আজ।
কিন্তু কাল! কে জানে কাল কী হবে, বুঝি সে আসিবে!
আমি যারে দেখিয়াছি, হয়-তো বা আসিবে সে কাল!

আমি তো দেখেছি তারে—হ'লোই বা শুধু একবার !
সোনার ঢেউয়ের মতো তার সেই কেশের উচ্ছ্বাস,
টলটলে আলো চোখে—ঢেউয়েতে দীপের ছায়া-সম ;
আমি তো দেখেছি তারে—আঁখি যবে তারা হ'য়ে ফোটে,
কত তারা—যারা দেখে নাই !

বেহায়া

দিন বুঝি নিবে আসে ;   বিকালের রোদ
ঢ'লে পড়ে সুপারির শিরে,
মেঘের মেয়েরা মিলে করিছে আমোদ
লাল আলো—গোলাপি আবিরে।
এখনো বাঁধিনি চুল ?   সময় হ'লো যে,
আসিবে সাঁঝের বেলা সে আমার খোঁজে।

মুকুরে পড়েছে এসে বিকালের আলো,
কে রয়েছে মোর মুখে চেয়ে !—
'তোমাকে তাহার চোখে লাগিবে কি ভালো ?'
ঠোঁট নাড়ে অচেনা সে মেয়ে।
'হাসো কেন ?' হাসিটুকু মিঠে বটে ওর !
আকাশে ঘনায়ে এলো আঁধারের ঘোর।

হলদে সাড়িটা—না, না, হলদে আলোয়
যাবে নাকো দেখা ওর রঙ,
লাল ?—তা বড্ড চড়া !   নীল, তা-ও নয়—
খয়েরিটা মানাবে বরং !

যাকগে;—সাদাই ভালো,—কালো-পেড়ে সাড়ি।
বাহিরে সাঁঝের ছায়া হ'য়ে আসে ভারি।

শিশু শেফালিকাগাছ জানালার কাছে,
কিছু দূরে সাঁঝের তারাটি,
তারি মুখোমুখি হ'য়ে দীপ জ্বলিয়াছে,
শিউলিতে ছেয়ে গেলো মাটি।
বাতাসে সুরভি ভাসে, আর মোর গায়ে।
রজনীর চোখে ঘুম আসিছে জড়ায়ে।

* * *

মুকুরে পড়েছে এসে প্রদীপের আলো,
দেখা হ'লো সে-মেয়ের সনে,
'তোমাকে তাহার চোখে লাগিলো কি ভালো?'
কী যে সে কহিলো মনে-মনে।
আকাশ তারায় ভরা—রাতের দুপুর।
ঘুম বুঝি ভেঙে এলো শেফালি-শিশুর।

কহিলাম আয়নার অচেনা মেয়েকে,
  'আসিবে না, এ তো জানা কথা !
এইবার এই খেলা দাও তবে রেখে—
  সখ ছিলো—মিটিয়াছে তো তা !'
অবনত হ'য়ে আসে মেয়েটির চোখ।
মুকুরে ঠিকরি' পড়ে তারার আলোক।

*   *   *

এসেছে মলিন হ'য়ে বিকালের আলো,
  (পরিয়া দেখিলে হয় নীল !)
রবির রঙিন চিতা পুড়ে হ'লো কালো,
  (খোঁপাটা হ'লো কি খুব ঢিল ?)
মাঝ-রাতে আয়নায় মেয়েটার ছায়া,—
'এখনো দেখাও মুখ ?' এমন বেহায়া !

সুখান্বেষী

আমরা থাকিবো সুখে—আমি আর তুমি, মা আমার,
অনেক ঘুরেছি পথে, ভালো নাহি লাগে আর চলা ;
খুঁজেছি, বুঝেছি সব ; মেয়েদের চোখের তারার
শ্যামল মেঘের বুকে দেখিয়াছি বজ্র-সম ছলা ;—
কোমল দেহের মাঝে কামনার অসুস্থ বিকার।

তবু মনে প্রেম ছিলো, মোহ ছিলো, কী ছিলো জানি না ;
কী আগুনে পোড়ে প্রাণ, ক্ষণমাত্র নাই অবসর !
কারে যে বেসেছি ভালো, জানি নাকো, তোমাকেই বিনা।
—পিছনে কে তাড়া করে ! পিপাসার্ত্ত, অশান্ত অন্তর।
হৃদয়ের ব্যবসায় আজ মোর ধ'রে গেছে ঘৃণা।

এইবার হ'বো সুখী—আমি, আর তুমি, মা আমার :
ছোটো একখানি বাসা খোলা মাঠে, ছোটো সহরেতে,
কাজ নাই বড়ো কাজে, বড়ো কথা কহিবো না আর ;
রাত্রি আর দিন যাবে ছোটো সুখে, তবুও সুখেতে।
একটু সুখের তরে দেহ কাঁদে, মনে হাহাকার।

আমাদের ঘরে, মাগো, মেয়েদের দিবো না আসিতে ;
যদি কভু আসে ওরা, আমি যবে থাকিবো না ঘরে—
লাল-পেড়ে সাড়ি প'রে আসে যদি হাসিতে-হাসিতে—
তুমি চুপ ক'রে থেকো ; কিম্বা বোলো, ভুগিতেছো জ্বরে ;
ওদেরে চাহি না মোরা, ব'লে দিয়ো মুখে কি ইঙ্গিতে।

জীবন গানের মতো—কোনো ভার হবে না বহিতে ;
তুমি মোর, আমি তব, পৃথিবীর কেহ মোরা নই।
মোর কাছে থেকে যেন মৃত্যু তব হয় আচম্বিতে—
আর কিছু প্রার্থনার নেই মোর এই আশা বই ;
—আমি যদি আগে মরি, পারিবে না তুমি তা সহিতে।

মধ্যবর্ত্তী

আমরা বসিয়া আছি—আমি আর নয়নকুমার :
নয়ন সে মোর বন্ধু, আমাদের সাত বছরের
জানাশোনা। আমরা যেতাম যবে পথ দিয়ে হেঁটে,
পাশ কেটে যেতে-যেতে বলাবলি করিতো ছেলেরা—
'ছাখো, ছাখো, চলিয়াছে দুই বন্ধু!'

আমরা বসিয়া আছি, মাঝখানে চায়ের টেবিলে
সাদা পেয়ালার মুখে উঠিতেছে সূক্ষ্ম, সাদা ধোঁয়া।
এক চুমুকের পরে : 'আজকে কী ভীষণ গরম!'
তারপর পনেরো মিনিট চুপচাপ।
পেয়ালা অর্দ্ধেক হ'লো : 'পড়েছো কি নতুন বইটা
ব্যর্নার্ড শ'র?' নয়ন সে শুধু মাথা নাড়ে,
নয়ন সে কথা নাহি কয়।
সিগারেট বার ক'রে কহি আমি : 'দেশলাই আছে?'

পেয়ালা ফুরায়ে আসে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্ত কেটে যায়;
প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটে, তাই মোরা গুনি ব'সে-ব'সে :
'পরেশ লিখেছে চিঠি।' 'তাই নাকি?' ··· এগোয় না কথা।

'আজ সিনেমায় যাবে ?' নয়ন আবার মাথা নাড়ে,
নয়ন সে কথা নাহি কয়।
আর কী যে বলা যায় ! খুঁজি আমি আকাশ-পাতাল

মাছের মতন বোবা, চাহি মোরা এ উহার পানে,
নয়ন আমার মুখে, আমি ওর মুখেতে তাকাই।
দেখিতে পাই না আমি ওর মুখ—নয়ন আমার
মুখ নাহি দেখে।
ফুটে ওঠে সেই মুখ, যেদিকেই তাকায় নয়ন,
যেই মুখ দেখি আমি, ওর পানে যখন তাকাই।
সাত বছরের বন্ধু আমি আর নয়নকুমার।

কোনো মেয়ের প্রতি

একটু সময় হবে? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।—
(মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট,
মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি করিছে চীৎকার।)
টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে,
নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায়:
সিঁড়ির সুমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার,
সেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।
সুতো বুঝি ফুরায়েছে? বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,
সাদা সেমিজেরে ঘিরি' কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
সাড়ির চওড়া পাড়, সাদা সাড়ি, মিশকালো পাড়।
ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে;—
একটু সময় হবে?

মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন—কোথায় যে যাই।
বাইরে দারুণ রোদ—বেরোতেও সরে না যে মন।

দাঁড়ায়েছি জানালায়—নড়িতেছে নতুন পাতারা ;
রাস্তায় এসেছি নেমে—সিঁড়িগুলো টবেতে সাজানো ;
রাস্তাটা হয়েছি পার—সব চেয়ে নিচের সিঁড়িটি !
মোরা কাছাকাছি থাকি, রাস্তাটির এপার-ওপার
তুমি মোর নাম জানো, আমিও জেনেছি তব নাম।
তুমি মোর নাম শোনো, শুনেছি তোমার ডাক-নাম।
আমারে দেখিলে তুমি—পারিবে না ?—চিনিতে পারিবে,
আমি তো তোমারে চিনি ; মাঝখানে রাস্তাটুকু শুধু—
তারপর সাদা সিঁড়ি, লাল টবে নড়িছে পাতারা।

একটু বসিবো শুধু। থাক, তুমি না-ই বা উঠলে,
ছোটো টুলে ব'সে থাকো ; বেশ আছি—এখানে—চৌকাঠে।
ভিজে চুলগুলি দেখে সারা দেহ করিবো শীতল,
ছোটো পা দু'খানি দেখে ক্ষত মন লইবো সারায়ে।
লোকজন জড়ো হোক, প্রাণপণে চ্যাঁচাক শিশুরা,
মায়ের মেজাজ হোক আকাশের রোদের মতন ;—
আমার কী এসে যায় ? তুমি ব'সে আছো মোর কাছে ;
ভিজে তব চুলগুলি ; ঘরখানি ঠাণ্ডা, পরিষ্কার।

কহিবো হালকা কথা,—বাজে কথা, তুমি যা বুঝিবে।
(নেহাৎ কহিতে হবে যদি !)
সেদিনের থিয়েটার—আমাদের পাড়ার খবর,
সব চেয়ে রূপসী কে আধুনিক সিনেমা-জগতে,
বব্‌ড্‌ চুল ভালো কিনা। আফ্রিকার জন্তু আর ব্যাধি।
মাঝে-মাঝে হাসিবে না ? ছলছল-ঢেউয়ের মতন।
ছলছল চলে ঢেউ—তার মতো বাজে তব হাসি।
জুড়াবে আমার দেহ ছলছল সেই হাসি শুনে,
জুড়াবে আমার মন ভিজে তব এলোচুল দেখে।—
সিঁড়ির সুমুখে ঘর—ছোটো ঘর—ঠাণ্ডা—পরিষ্কার—
মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন—বিষম বিভ্রাট—
একটু সময় হবে ?

অন্য কোনো মেয়ের প্রতি

গাহিতে জানি না গান, কবিতা লিখিতে পারি শুধু,
জানো না কবিতা-লেখা, গাহিতে পারো তো তুমি গান।
কবির ভাষায় যাকে গান বলে, আমি তাহা জানি,
লোকের ভাষায় যাকে গান বলে, তুমি জানো তাহা।
আজ মন ভালো নেই ; কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে
লিখিতে আলস্য বড়ো ; রাশীকৃত কবিতার বই
সুমুখে হয়েছে জড়ো ; কভু এটা—কখনো বা ওটা—
পাতা উলটিয়া যাই ; চোখ চলে, বসে নাকো মন।
ঝিনুকের ছোটো বুকে সমুদ্রের গানের মতন
আমারো মনের মাঝে সুর বাজে (শুনিতে পাও না ?)
তেমনি আমারো মনে চলাফেরা করিছে সুরেরা—
যত গান শুনেছিনু—যত সুরে, তব মুখ থেকে—
তোমার গলার স্বর, ছেঁড়া-ছাড়া কথার টুকরো,
তোমার চোখের আলো, গোল-ক'রে-তোলা ঠোঁট দুটি,
একটু জিভের আভা—লাল আভা ! ছোটো, সাদা দাঁত-
চকিতের বিদ্যুৎ-ঝলক !
মনের অলি-গলিতে এরা সবে ঘোরাফিরি করে,
কবিতা হয় না লেখা ; পড়া—ছাই, তা-ও তো হয় না।
তুমি যদি আসো, বড়ো ভালো হয়। আসিয়া একটু
গান করো যদি !

জানো, কাল মোর মনে নেমেছিলো ধূসর অসুখ
কপালে জ্বরের তাপ, অসুখের অবসাদ মনে।
ঘুমের আড়ালে কাল সারারাত্রি পুড়েছে চোখেরা,
ভোরের হাওয়ায় আজ ছেড়ে গেছে হৃদয়ের জ্বর ;—
শুধু আছে অবসাদ—চারিদিকে ক্লান্তির কুয়াশা।
ক্লান্তির কুয়াশা ছিঁড়ে সূর্য্যেরে আনিতে পারি কেড়ে,
গান আর সুর আর চোখে-ঠোঁটে-মেশা—তুমি মোরে
একটি মুহূর্ত্ত দাও যদি !

একটি মুহূর্ত্ত শুধু ! তোমার কি এসে যায় কিছু ?
অযথা ঘুমাও কত, অকারণে ঘুরে আসো পাড়া।
অঞ্জলি উচ্ছলি' তব ঝরিতেছে রাত্রি আর দিন—
সোনার সূর্য্যের দিন, অন্ধকারে উজ্জ্বল রজনী।
উদার প্রাচুর্য্য তব—সেই থেকে একটু সময়
পারিবে না মোরে দিতে ?
শতদল-পদ্ম তব—সেই থেকে একটি পল্লব
ছিঁড়ে দিতে পারিবে না ?

একটি মুহূর্ত দাও! মোর কাছে বোসো তুমি এসে—
অর্দ্ধ-স্ফুট নিম্নস্বরে গান গাও, শুধু গান গাও,
তাকায়ে আমার মুখে—চোখে সেই আলোক জ্বালায়ে,
ঠোঁট দু'টি গোল ক'রে তুলে!
আজিকে এমনি হবে, যন্ত্রগুলি রেখে দিয়ে এসো,
বেহালা-বাজানো তব শুনিয়া আসিবো কাল গিয়ে।
আজ কোনো কথা নয়—চপলতা, ঠাট্টা আর হাসি
সব কাল হবে। কাল স্তুতি করা যাবে—যত চাও,
তোমার সাড়ির রঙ। শতমুখে ভালো বলা যাবে
আঁচল-আঁটার ঢঙ। বাগানেতে ছুটোছুটি খেলা,
চোর-হওয়া, চড়-খাওয়া, চুমো-খাওয়া—সব কাল হবে।
আজ আমি ক্লান্ত বড়ো, আজ মোর মন ভালো নেই,
শুধু কাছে এসে বোসো, নিচুস্বরে গান গেয়ে যাও—
আজ আর কিছু নয়, তুমি আর আমি আর গান—
একটু সময়!

('আমায় একটু শুধু বসতে দিয়ো কাছে'!
আমার মনে এই শুধু ভয় মিথ্যে বলো পাছে।)

('না-ব'লে যায় পাছে সে, আঁখি মোর ঘুম না জানে ;
জানিনে কার কথা কও, বুঝিনে কথার মানে।)
('মল্লার-গানে তব মধুস্বরে দিক্ বাণী আনি' বন-মর্ম্মরে'—
সে-বাণী এনেছো তুমি, ভরেছে সকল দিক, বনে নয় মম অন্তরে।)
('এলো সে ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে'—
কে জেগেছে ? ফুল না আমি ? কী শুনি এ ?)
('বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান',
ম্লান্ হয়নি বুঝি ?   তুমি ঠিক তো জানো ?)
('বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলো আমার মনে'—
তোমার মনের আষাঢ় ঝরে আমার চোখের বরিষণে।)
('নৃত্য-রসে চিত্ত মম উছল হ'য়ে বাজে'—
আমার মনের কথা বলা—সে কি তোমায় সাজে ?)

তব রাত্রি-দিন হ'তে একটি মুহূর্ত্ত দাও মোরে,
তোমাতে আমাতে গানে এই মুহূর্ত্তটি কেটে যাক।
আজ আমি ক্লান্ত বড়ো, আজ মোর মন ভালো নেই,
ক্লান্তির কুয়াশা ছিঁড়ে নতুন উজ্জ্বল দিন আনো।
আকাশ লুণ্ঠন ক'রে সূর্য্যেরে আনিতে পারি কেড়ে
গান আর সুর আর চোখে ঠোঁটে মেশা, তুমি মোরে
একটি মুহূর্ত্ত দাও যদি।

চুল

খুলে দাও চুল।
এ-দিন উজ্জ্বল বড়ো, এ-আলোক পারি না সহিতে,
চাহিতে চাহে না চোখ, পুড়ে যায় মুদিত পল্লব ;
এই উগ্র, তিক্ত আলো দীর্ণ করে নয়নের পাতা।
অজস্র পোকার মতো আলোকের কণিকা শিহরে
চোখের পাতার পিছে ; রাত্রির এখনো ঢের দেরি,
এখনো সিন্ধুর বুকে ঘুম যায় সন্ধ্যার ছায়ারা,
এখনো রয়েছে রাত্রি অরণ্যের চরণে জড়ায়ে ;
আমার চোখের 'পরে সৃষ্টি করো রাত্রির তিমির,
আমার দৃষ্টির 'পরে ঢেলে দাও ঠাণ্ডা অন্ধকার ;
চুলগুলি খুলে দাও, খুলে দাও, ঢেলে দাও মোর
নয়নে আচুল।

তোমার সে-চুল
জড়ানো সুতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন,
তোমার সে-কালো চুল, এলোমেলো, অগোছাল চুল,
ঘুমের মতন ঠাণ্ডা, একমুঠো জমানো আঁধার—
তোমার সে-চুলগুলি ঢেলে দাও মোর মুখে-চোখে।

জড়ানো সুতার স্তূপ দেবো মুখে অজস্র ছড়ায়ে,
শুকনো চুলের স্বাদ মোর উষ্ণ, বিশুষ্ক অধরে ;
দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণের মতন,
উরজ পুষ্পের মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;
—খসখসে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান করে মোর উষ্ণ, সতৃষ্ণ নিঃশ্বাস ;
আঁধার আমার চোখে, বিভাবরী আমার দিবসে,
দৃষ্টি-ভরা অন্ধকার, কিছু আর দেখিতে পারি না—
কেমনে তোমার চুলে খেলা করে আলোকের ফিতা,
কেমনে চুলের কালো আকাশের আলোকে শিহরে,
কালো এলো চুলগুলি মোর মুখে পড়েছে কেমনে
অজস্র আকুল।

অন্ধকার সিঁড়ি

বহুক্ষণ মুখোমুখি স্তব্ধতায় আমরা দু'জন—
(বিমর্ষ আকাশ ভরা মেঘ।)
বিষণ্ণ বর্ষার সন্ধ্যা—অন্ধকারে আমরা দু'জন—
(মেঘে-মেঘে ধূসর আকাশ!)
আঁকাবাঁকা সরু গলি—আলো নাই, কোলাহল-চলাচল নাই,
এলোমেলো ছোটো বাড়ি, দোতলায় ছোটো এক ঘর,
ঘর-ভরা অন্ধকার, আকাশে বিষণ্ণ মেঘ, গলি আলোহীন ;
বহুক্ষণ স্তব্ধতায় মুখোমুখি আমরা দু'জন।

বিষণ্ণ আকাশ ভ'রে আরো গাঢ় হ'য়ে এলো কালো মেঘগুলো,
আরো কালো হ'য়ে এলো ঘর-ভরা ঠাণ্ডা অন্ধকার :
জানালার সাদা কাচ আরো সাদা হ'লো অন্ধকারে—
(তারো চেয়ে কত সাদা গ্রীবার রেখাটি!)
হঠাৎ নামিলে বৃষ্টি ; চমকি উঠিলো জেগে কনকনে হাওয়া,
হাওয়া এসে থেকে-থেকে টোকা দেয়, বাড়ি দেয় জানালার কাচে,
ঝোড়া হাওয়া, জোলো হাওয়া হাততালি দেয় খালি সারা গলি ভ'রে,
সারা বাড়ি ভ'রে খালি বাড়াবাড়ি অস্থির হাওয়ার।

ক ঙ্কা ব তী

মাথা খুঁড়ে, কথা ক'য়ে ফেরে হাওয়া দেয়ালে-দেয়ালে,
জোলো হাওয়া, ঝোড়া হাওয়া ঘর ভ'রে ঘোরাঘুরি করে,
—স্তব্ধ হ'য়ে মুখোমুখি ব'সে আছি আমরা দু'জন।

বাহিরে বৃষ্টির শব্দ; বৃষ্টির অজস্র কথা সারা গলি ভ'রে।
বাঁকা গলি, ফাঁকা গলি—তার সাথে এত কথা কী আছে বৃষ্টির?
(গ্রীবার রেখাটি দেখা যায়!)
আলো নাই, লোক নাই, কোলাহল-চলাচল নাই,
এতটুকু ছোটো গলি—তার সাথে কী কথা যে এত?
(মুখোমুখি ব'সে আছি মোরা।)
বাহিরে বৃষ্টির শব্দ; ঘর ভ'রে পায়চারি অস্থির হাওয়ার,
আকাশে মেঘের কালো; ঘর ভ'রে অন্ধকার ফেলিছে নিঃশ্বাস:
ওর মুখে কথা নাই, মোর মুখে কথা নাই কোনো।

চুপ ক'রে গেলো হাওয়া, আকাশ হালকা হ'লো; বৃষ্টি গেলো থেমে।
ঘর ভরা তবু অন্ধকার।
বড়ো অন্ধকার সিঁড়ি, খাড়া-খাড়া সিঁড়িগুলি চোখেই পড়ে না।
বেরোবার পথ বড়ো এলোমেলো—ভারি অন্ধকার।

কোথা হ'তে তাই এক আলো নিয়ে এসে
মোর পিছে নেমে এলো—তবু কোনো কথা কহিলো না।
থেমে-থেমে নেমে এলো—মোর মুখে তবু কথা নাই।
খাড়া-খাড়া সিঁড়িগুলো বড়ো অন্ধকার—
এক—দুই—তিন—চার—(ও যদি কহিতো কোনো কথা !)
···দশ—বারো—(আমি যদি কথা কহিতাম !)
বড়ো অন্ধকার সিঁড়ি—আলো নিয়ে এলো মোর পিছে,
বড়ো এলোমেলো পথ—বেরোবার ঐ তো দরজা !

বাঁকা গলি, ফাঁকা গলি চুপচাপ শুয়ে আছে মন-মরা হ'য়ে—
এ কী ! এর মাঝে দেখি আকাশে তারাও উঠিয়াছে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে ঝকঝকে উঠেছে অনেক তারা এখন আকাশে।
ফাঁকা গলি, বাঁকা গলি—এই শেষ মোড়।
আলো ভরা, লোক ভরা, কোলাহল-চলাচল ভরা
বড়ো রাস্তা এই !—
('বড়ো অন্ধকার সিঁড়ি—দাঁড়াও, আলোটা নিয়ে আসি।'
'তুমি যদি সঙ্গে যাও, অন্ধকারে ঠিক যাবো নেমে।')

কর্কশ শব্দের স্রোত চাকায়-চাকায় উচ্ছুসিছে—
('বড়ো অন্ধকার সিঁড়ি, আলো নিয়ে দিয়ে আসি চলো।'
'তুমি যদি আগে যাও, পথ দেখে ঠিক যাবো নেমে।')
প্রবল, ধবল আলো চারিদিকে অজস্র ঝরিছে—
('ও কী? এসো! দাঁড়ায়ে রয়েছো কেন ওখানে? যাবে না?'
'আলোটা সিঁড়িতে রেখে ফিরে এসো, শোনো, কথা আছে।')

আলো ভরা বড়ো রাস্তা, লোক ভরা, কোলাহল-চলাচল-ভরা—
(দু'জনায় গল্প জমিয়াছে!)
অনেক স্রোতের মতো দিকে-দিকে গর্জিছে ট্র্যাফিক,
ঝরিছে অজস্র আলো মোটারের, দোকানের, ইলেকট্রিকের—
(বোবা ওরা, বোকা ওরা, স্তব্ধতায় মুখোমুখি ব'সে ছিলো ওরা,
আমরা অনেক কথা বলি,
আমরা অনেক কথা শুনি,
আলোটা সিঁড়িতে রেখে গল্প করি—গল্প করি আমরা দু'জন।)

একখানা হাত

আকাশে জমেছে মেঘ ; পথ নিরিবিলি ;
সব চুপ ; রাত দু'পহর।
বাড়িগুলি অন্ধকার পথের দু'ধারে ;
ঘুমায় সহর।

শরীরে জমেছে ক্লান্তি, দুই চোখে ঘুম,
হেঁটে-হেঁটে একা ফিরি বাড়ি।
এখনি আসিবে বৃষ্টি ; তাই জোর ক'রে
চলি তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান-নীল ইলেকট্রিকের
আলো দেখা যায়।

শুধু এই জানালায় আলো জলিতেছে,
অন্ধকার সহর নিরালা ;
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম,
—বুজিলো জানালা।

ক ঙ্কা ব

নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা সাদা হাত দেখে—
ছুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনি
ছুই দিক থেকে।

একখানা সাদা হাত, কয়টি আঙুল,
আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো,
—চোখের পলক।

আবার ছু'চোখ ভ'রে ঘুম জ'মে এলো,
সকল পৃথিবী অন্ধকার :
—এই কথা না-জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।

এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে,
হাওয়ার চীৎকার যায় শোনা ;
যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনিবো না।

বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে ;
না জানি এখন কত রাত ;
—কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানিবো না,
এ-ই সেই হাত।

কবি

একা-একা কথা কই ;—তোমরা সে-কথা
শুনিতে পাও কি ?
তোমরা শুনিতে পাও—একা-একা কত
বকি আর ঝকি ?
হৃদয়ে ফুলের মতো ফুটিছে কবিতা
সূর্য্যের উদয় হ'তে সন্ধ্যার সময় ;
হৃদয়ে ফুলের মতো কবিতা ঘুমায়
সন্ধ্যা হ'তে সূর্য্যের উদয়।
আকাশে তারার মতো তাহারা অনেক,
সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো ঢের ;
তাদের দু'একটি কি রোদের মতন
পড়িয়াছে চোখে তোমাদের ?
তোমরা দেখিতে পাও সেই ফুলগুলি—
কেমনে যে হয় ?
যে-আকাশে তারা তা'রা—যে-সমুদ্রে ঢেউ,
সে-আকাশ আমার হৃদয়,
সে-সমুদ্র আমার হৃদয়।

মনে-মনে কথা কই বিবাহের রাতে
বাসর-ঘরেতে,
তোমরা সে-কথা শোনো দুয়ারের কাছে
বুঝি আড়ি পেতে ?
যার কাছে কথা কই, সে কি শুয়ে আছে
মাথা রেখে নরম বালিসে ?
অথবা ঘুমায় সে কি আকাশের বুকে,
সমুদ্রের সাদা মুখে মিশে ?
তোমরা দেখেছো তারে কখনো কি ? তারে
তোমরা কি চেনো ?
তার সাথে তোমাদের হয়েছে আলাপ
মনে হয় যেন !
তোমরা তাহার ঘুম ভেঙে দিয়েছো কি ?—
কেমনে তা হয় ?
যে-আকাশে, যে-সমুদ্রে আছে সে ঘুমায়ে—
সে-আকাশ আমার হৃদয়,
সে-সমুদ্র আমার হৃদয়।

চুম্বন

জানো তো, কী হয়েছিলো কাল রাতে—আমি
চেয়ারে ছিলাম যবে ব'সে ?
হাসছো ? শুনেই নাও সব কথা ; পরে
তোমরাই বোলো—কার দোষ এ।

নভেল পড়ছিলাম ; দমকা হাওয়ায়
নিবে গেলো হঠাৎ আলোটা,
ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত মুছে নিলো এসে
কপালের ঘাম ফোঁটা-ফোঁটা।

ভারি ভালো মনে হ'লো কালো অন্ধকার,
রাস্তার আলো জানালায়,
তারপর···তারপর যা হ'লো সে-কথা
ভাবিয়া এখনো হাসি পায়।

এখনো সে-কথা ভাবি ; চোখ বুজে থেকে
গড়ি সেই কালো অন্ধকার,
বই নিয়ে আজ রাতে বসিবো যখন
আলোটা কি নিবিবে আবার ?

এ-ই সব

একবার চোখোচোখি খোলা জানালায়
অনেক আনন্দ আর খানিক বিস্ময়,
একটু দুরাশা :
তারপর রোদে পুড়ে দিন ক্ষ'য়ে যায়,
মনের আকাশ ভ'রে স্বপ্নের কুয়াশা।
—আর-কিছু নয়।

অনেক তারার মুখ, খানিকটা চাঁদ,
সকল কাজের শেষে ঘুমের সময়—
শান্তির শিশির :
সুখ, দুঃখ, কিছু কথা, বাসনা, বিষাদ,
তারপর অন্ধকার মৃত্যুর রাত্রির।
—আর-কিছু নয়।

আমার কবিতা (রমাকে)

কবিতা পড়তে চাও ? আমার কবিতা ?—
লোকে যাকে ভালো বলে, যার জোরে—আশা করা যায়—
সাহিত্যের ইতিহাসে মোর নাম র'বে এক কোণে—
সে-সব পোড়ো না তুমি ; সেগুলো তোমার তরে নয়।
লোকে যাকে ভালো বলে, তোমার তা ভালো লাগিবে না।

তোমার লাগিবে ভালো, এমন কবিতা
হয়-তো লিখতে পারি কোনোদিন—আশা করা যায়।
নিতান্ত মনের কথা, ছোটো কথা ;—খুসি হবে প'ড়ে।
তারপর—যে-যুবকে তখন বাসিবে তুমি ভালো,
অন্ধকারে তার কানে গুঞ্জরিবে সে-কবিতা মোর।

আরশি

কঙ্কাবতীর জানালার 'পরে রজনী বাড়ে,
একাদশী-শশী একা সে ঘুমায় আকাশ-পারে,
আর শিশু-তারা উঁকি মেরে যায় আরশি-আড়ে।
    (কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে,
    আহা—লাল চুল, রেশমি-নরম, লাল সে-চুল !)

একাদশী-শশী—সে-ও তো ঘুমায়, কেউ জাগে না,
হানে না নয়ন—তারার নয়নে চাহে না হেনা।
আরশির আড়ে তারার নয়ন—নয় অচেনা।
    (কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
    আহা—লাল চুল, হালকা, হলুদ-লালচে চুল !)

ঘুমোনো মায়েরে চুমো খাবে না সে ওষ্ঠাধরে,
ঘুমোনো ভায়েরে চুমো খাবে না সে চোখের 'পরে।
ঘুমোনো চাঁদের চুমোগুলো সব শিশিরে ঝরে।
    (কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
    আহা—লাল চুল, শুকনো, সোনালি-লাল সে-চুল !)

কঙ্কাবতী

আরশির আড়ে—ফুল নয়! ও যে নয়ন ফোটে,
চোখের তারায় ঘুম নেই—ঘুম নেইকো মোটে,
চুমো নেই চোখে, চুমো নেই তার দুইটি ঠোঁটে।
(কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
আহা, লাল চুল, পাৎলা, আলতা-লালচে চুল!)

ঠোঁটের রেখাটি রেখে যায়,—রেখা বুকের বাঁকা,
আরশির বুক কঠিন—সেথায় যায় না আঁকা,
আরশির মুখ কঠিন, ঠাণ্ডা, নিরেট ফাঁকা।
(কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
আহা, লাল চুল! ঝিকিমিকি-সোনা! লাল সে-চুল!)

আরশির মুখে ছোটো দু'টি ঠোঁট—আপেল পাকা,
আরশির বুকে বাঁকা-রেখা বুক—বকের পাখা,
আরশির বুক কঠিন, ঠাণ্ডা, জমাট, ফাঁকা।
(কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে,
আহা, লাল চুল! শুকনো, নরম লাল সে-চুল!)

বাইরে কে আসে ? কেউ নয়, ভাসে বাতাস খালি,
দুয়ার খোলে কে ? কিছু না, হাওয়ার হাতের তালি।
জানালায় টোকা ? ভয় নেই, ঝরে ফোটা শেফালি।
(কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
আহা, লাল চুল ! মুঠি-মুঠি আলো ! লাল সে-চুল !)

* * *

কঙ্কাবতীর রজনী সে বাড়ে—রজনী বাড়ে,
একাদশী-শশী একা জেগে রয় আকাশ-পারে,
আর শিশু-উষা উঁকি মারে এসে আরশি-আড়ে।
(কঙ্কাবতী সে চুল এলো ক'রে দিয়েছে—
আহা, লাল উষা ! আলতায়-সোনা, লাল সে-চুল !)

সেরিনাড

মাঝ-রাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও ?

কঙ্কাবতী !

এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও,

কঙ্কাবতী !

আঁধার ধরণী, যামিনী নিঝুম, আকাশ কালো,

তিমির ভেঙেছে রাঙা-ভাঙা চাঁদ—তামার আলো !

কঙ্কা, শোনো !

মেঘের কালোয় রঙিন সঙিন ঝলমলালো,

জানালার কাচ জলিলো তোমার—ত্যাখো না তা-ও ?

কঙ্কা গো !

শরীর শুয়েছে ? মাতাল বাতাসে মন উধাও !

কঙ্কা, শোনো,

কঙ্কা গো !

আকাশ ঘুমায় মাথা রেখে কালো মেঘের কোলে,

কঙ্কাবতী !

মেঘের মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ পড়েছে ঢ'লে

কঙ্কাবতী !

কঙ্কাবতী

রজনীর নীড়ে ঘুমের পাখিরা উঠেছে জেগে,
আঁখি ঢুলে আসে তাদের পাখার বাতাস লেগে ;
কঙ্কা, জাগো !
ঘুম নেমে এলো মেদুর আকাশে, মধুর মেঘে,
কেন তবু তব জানালার কাচ উঠিলো জ্ব'লে ?
কঙ্কা গো !
কেন তবু তব ঘর ভ'রে গেলো হাওয়ার রোলে ?
কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো !

ঘুমাও, ঘুমাও ; আঁখি দু'টি তব এসেছে ঢুলে,
কঙ্কাবতী !
ঘুমাও, ঘুমাও ! রেখো না জানালা, রেখো না খুলে,
কঙ্কাবতী !
প্রদীপ নেবাও, নেবাও নয়ন—তন্দ্রা নামে,
তন্দ্রার ঢেউ সুমুখে-পিছনে, ডাহিনে-বামে,
কঙ্কা, শোনো !

ক ঙ্কা ব তী

হাওয়ার আওয়াজ গান গেয়ে যায় তোমার নামে,
হাওয়ার আঙুল চুলবুল করে তোমার চুলে,
কঙ্কা গো !
মাতাল বাতাস কত কী যে কয় মনের ভুলে-
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো !

জানালার কাচ জ্বলেছে তোমার—জ্যোছনা-কণা,
কঙ্কাবতী !
রাঙা-ভাঙা চাঁদ—খানিকটা তামা, খানিক সোনা,
কঙ্কাবতী !
জানালার নিচে ধূ-ধূ সাদা পথ, আধো-আঁধার,
ধবধবে পথ—শুধু ধূ-ধূ বালি, সাদা ধুলার ;
কঙ্কা, শোনো !
ধুলো আর আলো, সাদা আর লাল আবছায়ার !
ঝাপসা ছায়ায় ঝিকিরমিকির আলোক বোনা—
কঙ্কা গো !

ক ঙ্কা ব তী

ছায়া আর হাওয়া বেহালা বাজায়—যায় কি শোনা !
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো !

বেহালার সুর কোন কথা কয় ব্যাকুল স্বরে ?
কঙ্কাবতী !
গুমরি'-মূরছি' মরিছে তোমার ঘুমের 'পরে—
কঙ্কাবতী !
ঘুম কি ভাঙিলো ? শুনবে কি গান ? শুনবে কথা ?
জ্যোছনা-জড়ানো ঝাপসা ছায়ার চঞ্চলতা ?
কঙ্কা, জাগো !
চাঁদে ও আঁধারে অথই কথার অজস্রতা ;
জানালার কাচে, বালিসের কাছে বেহালা ঝরে—
কঙ্কা গো !
তুমি তো ঘুমাও ! ঘুমের শিয়রে গুমরি' মরে—
'কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো !'

হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি,
কঙ্কাবতী !
জানালার কাচে হানা দেয় তার অঝোর বাণী,
কঙ্কাবতী !
কোন কথা কয় ? তুমি কি শুনবে ? শুনবে না কি ?
আধো-বিস্ময় আধো-সংশয়ে মেলিবে আঁখি ?
কঙ্কা, জাগো !
ঘর ভ'রে কেন পাখা ঝাপটায় সুরের পাখি ?
তোমারি তরে কি ? রাতের চাঁদের গানের রানি ?
কঙ্কা গো !
তোমারি তরে কি ছুটো বাতাসের ছটফটানি—
'কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো !'

বেহায়া বেহালা কী কথা যে বলে, শুনতে পাও ?
কঙ্কাবতী !
'ধূ-ধূ সাদা পথ তোমার আশায় হ'লো উধাও,
কঙ্কাবতী !

ধূ-ধূ সাদা পথ ;—সুদূর বিদেশ শেষের মোড়ে,
সেখানে তোমাকে কেউ চেনে নাকো—চেনে না মোরে,
কঙ্কা, চলো ;
সেখানে তারারা সারারাত ভ'রে—আকাশ ভ'রে !
সারারাত ভ'রে হাহাকার করে বাউল বাও,
কঙ্কা গো !
কঙ্কা, শয়ন ছাড়ো গো, নয়ন মেলিয়া চাও—
কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো !'

কঙ্কা, জেগেছো ? কঙ্কা, জেগেছো ? কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী !
বেহালার বুকে তব নাম ফোটে—'কঙ্কাবতী,
কঙ্কাবতী !'
বেহালা বলিছে : 'আজিকার রাত প্রভাত হবে,
রাত ভোর হবে ;—তোমার আমার জীবন র'বে,
কঙ্কা, শোনো !
প্রেম জেগে র'বে—মোদের জীবন নিবিবে যবে,
আছে চিরদিন সীমাহীন প্রেম, আছে নিয়তি—
কঙ্কা গো !

সব থেমে যায়—চিরকাল চলে প্রেমের গতি,
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো !'

*　　　*　　　*

আমার মুখের তিমির মুছেছে তামার আলো,

।

রাঙা-ভাঙা চাঁদ এক কোনে—বাকি আকাশ কালো,
কঙ্কাবতী !
রাতের বাতাস কী কথা যে কয় পাতার কানে,
রাতের তারারা সেই কথা জানে, সে-কথা জানে,
কঙ্কা, জাগো !
হাওয়ার বেহালা কী কথা বলেছে অঝোর গানে,
সে-কথা কে জানে ? কে জানে সে-কথা ? বুঝেছে ভালো ?
কঙ্কা গো !
চাঁদ ম'রে আসে ; তোমার আঁখিতে জ্যোছনা জ্বালো !
কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো !

কঙ্কাবতী

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি' বাজে, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
(কঙ্কাবতী গো !)
দূর সিন্ধুর তরঙ্গ-রোল অমাবস্যায় অনবরত
(অন্ধকারের অন্তর-ভরা ছন্দ-শিহর স্পন্দমান)
সুপ্তির 'পরে, স্বপ্নের ঘোরে ফেটে বেজে ওঠে গানের মতো,
অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায় ; ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিন-রাত, বাজে সারা-রাত, বাজে সারা-দিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ;
ঢেউয়ের মতন গান গেয়ে যায় : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী ।'
কঙ্কাবতী গো !

দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দ শুনি,
(কঙ্কাবতী !)

ক ঙ্কা ব তী

লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি ;
(কঙ্কাবতী !)
গূঢ় গভীর মন্দির-মাঝে ঘণ্টার মত সুগ
পলকে-পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আমার মনের গুহার বুকে :
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায়-চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশদিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি :
আমার মনের অপার আকাশে হাজার-হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাহিনে ও বামে, উপরে ও নিচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি !
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—
এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি ।

•

দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ারে বহে,
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে আকাশে রটে
কত কলরোল !

আমি সে-দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজের শব্দের পিছে শুনি
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে শুনি·
(কঙ্কাবতী)
হৃৎ-শব্দের সাথে তাল রেখে ঢিপ ঢিপ ঢিপ গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী—
কঙ্কাবতী গো !'
রাতের ঘুমের নীরব সময় মুখর তোমার নামের গানে,
প্রতি মুহূর্ত্ত ফুটে ঝ'রে যায়, ফেটে ম'রে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝ'রে যায় তোমার নামে ;
রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে ;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !'

মাঝ-রাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা—আলোর পোকা,
আকাশ কোমল !

কঙ্কাবতী

আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাখার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ,
চোখের পাতার খুব কাছে এসে মিটমিট ক'রে তাকায় হঠাৎ,
আবার লুকায় আলোর পাখার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি : তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে,
সেই সুরে ওরা ঘুরে-ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক!
সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট!
আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
তারার মতন একশো কোটি!

আবার কখনো জেগে রয় রাতে একা বাঁকা চাঁদ পশ্চিমেতে,
রাতের নদীতে আরো জেগে রয় আঁকাবাঁকা চাঁদ জলের নিচে;
পশ্চিম-ভরা আকাশ ফাঁকা!

তারাদের কেউ দেয় নাই দেখা, আকাশ ফাঁকা।
একা জাগে চাঁদ—তা ছাড়া সকল আকাশ ফাঁকা।
শুধু ঐ দূরে দিগন্ত-রেখা যেখানে ঢলেছে গাছের নিচে,
একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মত
গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে; মনে হয় মোর, আঁকাবাঁকা জলে,
মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায়:
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!'
সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ,
লাল বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে;
আকাশ ফাটায়ে লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!'
আকাশের কোন্ ফাঁকা কোন থেকে দেখা দেয় এক তাড়ানো তারা
হঠাৎ! হঠাৎ!

কঙ্কাবতী

খসা তারা এক, মরা তারা এক আগুনের মুখ নিয়ে ছুটে যায়,
অবাক ! অবাক !
চোখের পলকে ছুটে চ'লে যায়, ফুলকি ছড়ায়ে জ্ব'লে পুড়ে যায়,
মুখ থুবড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে মাটির 'পরে,
উবু হ'য়ে পড়ে ঠাণ্ডা, শক্ত মাটির 'পরে।—
তবু তার পিছে জ্ব'লে চ'লে আসে লাল আলোকের দীর্ঘ রেখা,
সাপের মতন আঁকাবাঁকা রেখা, দীর্ঘ রেখা !
জ্ব'লে চ'লে আসে, কেঁপে-কেঁপে জ্বলে, জ্বলে আর বলে—'কঙ্কা ! কঙ্কা !
কঙ্কাবতী !'
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব'লে, ছলছল-ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে-চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা
চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী !
আমার মনের কথা বেজে ওঠে : কঙ্কাবতী !
তোমার নামের শব্দ ধ্বনিছে, কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !

কবিতা

(রসেটির 'Troy Town' পঠিতব্য)

আজ মাঝ-রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটবে যখন,
ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চ'লে এসো এখানে ;—কেমন ?
মুখোমুখি ব'সে কবিতা পড়বো আমরা দু'জন।
(হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা,
মনের বাসনা সকল কালের সব পুরুষের—
ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

ছুটবে বাতাস, শুকনো বাতাস, কাঁপবে আকাশ ;
পূবের সবুজে দেখা যাবে লাল চাঁদের আভাস।
চুল খুলে দিয়ে তুমি চ'লে এসো এখানে ;—কেমন ?
(হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম, সাদা,
ফলেছে সেখানে মনের বাসনা সব পুরুষের—
পুড়ে ছাই হ'লো ট্রয় !)

পূবের রেখায় গাছের সবুজ হয়েছে গভীর,
সেখানে ফুটবে ছোটো, একমুঠো চাঁদের আবির।
মুখোমুখি ব'সে কবিতা পড়বো আমরা দু'জন।
(হেলেনের বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে,
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের—
পুড়ে খাক্ হ'লো ট্রয়!)

আকাশের মাঠে ফুটে র'বে তারা ফুলের মতন,
উদার আকাশে হাজার তারার হাজার নয়ন—
মুখোমুখি ব'সে কবিতা আমরা পড়বো যখন।
(আফ্রোদিতের মন্দিরে গেলো অর্ঘ্য দিতে
স্পার্টার রানি হেলেন—বাসনা সব পুরুষের।
—ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চ'লে এসো, খুলে ফেলে' চুল,
এলোচুল তব হালকা হাওয়ায় উড়বে আকুল—
শুকনো বাতাস, ঠাণ্ডা বাতাস ছুটবে যখন।
(হেলেন রচেছে অর্ঘ্য নিজের বুকের ছাঁচে—
সোনার বাটি সে—মনের বাসনা সব পুরুষের।
—চুরমার হ'লো ট্রয়!)

নড়বে হাওয়ায় ঢিলে ব্লাউজের চওড়া কিনার,
চুলগুলি সব চোখে আর বুকে, চিবুকে তোমার
ঝরবে হাওয়ায় ;—কবিতা আমরা পড়বো যখন।
(স্পার্টার রানি ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
সোনার সে-বাটি মধুর দুরাশা সব পুরুষের।
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

মেঝের উপর মেঘের মতন সাড়ির আঁচল
লোটাবে তোমার ;—আঁচল, ঘুমের মতন শীতল,
পুরোনো কবির পুরোনো কবিতা পড়বো যখন।
(আফ্রোদিতেকে অর্ঘ্য দিয়েছে সোনার বাটি
স্বর্গ-দুহিতা হেলেন—দুরাশা সব পুরুষের।
—পুড়ে খাক্ হ'লো ট্রয় !)

টেবিলের আলো হাতের বইতে, হাতে আমাদের ;
চুলে আর চোখে ঘুম-ভাঙা রাঙা আধেক চাঁদের
মলিন জোছনা—কবিতা আমরা পড়বো যখন।
(সোনার সে-বাটি গড়া হেলেনের বুকের ছাঁচে
স্বাদে আর সাধে, বিষাদে ভরেছে সব পুরুষের-
ছারখার হ'লো ট্রয় !)

পৃথিবী নীরব, আকাশ নীরব, সব চুপচাপ,
কেবল বাতাস পাতায়-পাতায় বকবে বিলাপ,
কেবল আমরা কবিতা পড়বো—আমরা দু'জন।
(ভিনাসের পায়ে নতজানু হ'য়ে কহিছে কথা
দেবতা-দুহিতা হেলেন—কবিতা সব পুরুষের।
ার হ'লো ট্রয়!)

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুনবে পাতারা, শুনবে আকাশ ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়বো আমরা দু'জন।
('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভ'রে সব পুরুষের।'
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

বিশাল সাগর পার হ'য়ে এসে বাতাস পাগল
জানালার কাছে চীৎকার ক'রে আবোল-তাবোল
বকতে থাকবে—আমরা কবিতা পড়বো যখন।
('চেয়ে ছাখো, দেবী, মোর দুই স্তন উঠেছে ফুলে',
স্বপ্ন—স্বর্গ—মৃত্যু—মহিমা সব পুরুষের।'
—পুড়ে ঝুরি হ'লো ট্রয়!)

সারা পৃথিবীরে ঘুরে-ঘুরে যাবে বাতাস পাগল,
সারা রাত ভ'রে সকল পৃথিবী দেবে সে টহল ;
আমরা দু'জন প্রেমের কবিতা পড়বো যখন।
('এই নাও, দেবী, মোর উপহার—বুকের বাটি,
দাও তার মনে মনের বাসনা সব পুরুষের।'
—ঝুরি-ঝুরি হ'লো ট্রয় !)

বাতাসের মুখে নৌকোর মত আধখানা চাঁদ
আকাশের বুকে ছুটতে থাকবে—চাঁদ উন্মাদ !
উন্মাদ চাঁদ—উন্মন-মন আমরা দু'জন।
('দাও তার মুখে স্বাদ আর সাধ আর বিষাদ
আমার মুখের ;—সুদূর দুরাশা সব পুরুষের।'
—ছারখার হ'লো ট্রয় !)

এলো তব চুলে ঝিকিমিকি-আলো নাচবে চাঁদের,
মোরা মুখোমুখি, মোর হাতে বই, মাঝে আমাদের
টেবিলের 'পরে ঘন-নীল আলো জ্বলবে ;—কেমন ?
('আমার বুকের দিকে চেয়ে ছাখো, আফ্রোদিতে,
তাহার স্বপ্নে দাও এ-স্বপ্ন সব পুরুষের।'
—চুরমার হ'লো ট্রয় !)

বই থেকে চোখ তুলে মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার
গভীর কালোয় ; তুমি মুখ তুলে হাসবে—কেমন ?
('ত্যাখো, মোর বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে—
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের ।'
—পুড়ে খাক্ হ'লো ট্রয় !)

পুরোনো প্রেমের পুরোনো কবিতা পুরোনো কবির
গভীর প্রহরে মোদের হৃদয়ে বাজবে গভীর,
ঘুমের সময়ে প্রেমের লেখন পড়বো যখন ।
('জ্বালো তার মনে বিশাল বাসনা, দুরাশা জ্বালো—
আমার চুলের স্বাদে ঘুম ভেঙে দাও প্যারিসের ।'
—দাউ-দাউ জ্বলে ট্রয় !)

জানালার কাছে চীৎকার ক'রে মরবে বাতাস,
জানালার কাছে মুরছি' পড়িবে ভোরের আকাশ ।
মলিন আলোয় কবিতা পড়বো আমরা দু'জন ।
(স্পার্টার রানি ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
নরম চুলের স্বাদে ভেঙে গেলো ঘুম প্যারিসের ।
—ছারখার হ'লো ট্রয় !)

*　　　　*　　　　*

পূবের সবুজে সাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ ক'রে চুপচাপ ব'সে আমরা দু'জন।
　　(কোথায় ভিনাস! কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
　　বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
　　　　পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

গান

চোখে চোখ পড়েই যদি, নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে,
নিয়ো না চোখ নামিয়ে—রাখো এই—একটুখানি।
সীমাহীন এক নিমেষে—খোলা ঐ জানলা দিয়ে
কী আছে তোমার মনে—যা আছে, সব দেখে নি।
বোলো না, 'একটু সময়—ছু'টি চোখ—এমন কী আর!'
গালে লাল রঙ এনো না, তোমাকে মানায় না তা,
ও দেখুক ভোরের আকাশ, এ দেখুক রাতের আঁধার—
আমার এ একটু সময়—কালো চোখ, কোমল পাতা।
কালো চোখ আলোক-ভরা, ছায়াময় কোমল পাতা,
আলো আর ছায়ার ছবি—ঝিকিমিক আমার চোখে,
নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে—যা বলে বলুক লোকে—
চোখে চোখ পড়বে যখন।

মুখে মুখ রাখিই যদি, এমন আর দোষ কী, বলো?
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে।
ছু'টি ঠোঁট—ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রঙিন হ'লো,
ঠোকরাই পাখির মতো, খুটখুট চার কিনারে।

চারদিক ঠুকরিয়ে খাই, দু'টি ঠোঁট ফলের মতো,
ঐ মুখ ফুলের মতো ফুটেছে আমার পানে ;
খুলে দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত,
ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে।
টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,
হৃদয়ের গোপন কথা টিপটিপ নরম বুকে,
শোনো ঐ কইছে কথা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়!
গড়িয়ে পায়ের নিচে ব'য়ে যায় অসীম সময়—
মুখে মুখ রাখলে পরে।

আমন্ত্রণ—রমাকে

তুমি এখানে কখনো যদি আসবে মেয়ে,
শোনো, আসবে কখন ;
যবে আঁধার নামবে সাদা আকাশ ছেয়ে,
কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির্- নিমেষ নয়ন—
যবে জাগবে রাতের হাওয়া উতল গানে—
তুমি আসবে তখন।

মানে— আসবে এখানে তুমি সন্ধ্যা হ'লে—
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে !
মেশা উষ্ণ তুষার তব লাল কপোলে,
মাখা সুর্মা তোমার কালো চোখের কোলে,
সাদা গলায় তোমার সাদা মুক্তা দোলে ;
ঘন নীলাম্বরী
সাদা শরীর ছেয়ে।
এনো স্বপ্ন তোমার কালো নয়ন ভরি',
এসো, লক্ষ্মী মেয়ে।

আমি ধরবো দু' হাত তব নিমেষ-তরে
তুমি আসবে যখন ;
তব নাম ধ'রে ডেকে তোমা আনবো ঘরে,
যাবে চুলের সুবাসে তব বাতাস ম'রে ;
সাদা আলোক প'ড়ে নীল সাড়ির 'পরে
কেঁপে উঠবে সুখে—
তুমি আসবে যখন ।
হেসে তাকাবো গোলাপ-ফোটা তোমার মুখে
সাদা তুষার-বরণ ।

আমি বসাবো তোমাকে মোর ইজি-চেয়ারে,
আমি বসবো পাশে ।
ঘরে জ্বলবে মোমের আলো এক কিনারে,
আর জ্বলবে সন্ধ্যাতারা আকাশ-পারে,
আর জ্বলবে স্বপ্ন তব আঁখির ঠারে ;—
কালো আঁখির কোলে
সাদা আলোক ভাসে ;
মোর হৃদয়ের তোলপাড় শান্ত হ'লে
আমি বসবো পাশে ।

ঢের গল্প-গুজব হবে তোমায়-আমায়
শুধু আমরা দু' জন ;
নয়া চুলের ফ্যাশান থেকে সাহিত্য মায় ;
হাসি ফুটবে ফুলের মতো চোখের কোনায়,
হাসি কাঁপবে আলোর মতো অধর-সীমায়—
লাল ঠোঁটের 'পরে—
কালো নয়ন-মগন !
শত গহন স্বপনে ঘন নয়ন ভ'রে
হাসি ফুলের মতন।

আমি বলবো তোমাকে ঢের মিথ্যে কথা—
তুমি শুনবে, মেয়ে ;
তব শরীর—অন্ধকারে বিজলী-লতা,
নীল সাড়িতে মেঘের ঘন তমিস্রতা ;
দুই বাহুতে জলের মতো উচ্ছলতা,
শত কবির স্বপন
তব নয়ন ছেয়ে।
তব নয়নে মরণ, তব চরণে মরণ !—
তুমি শুনবে মেয়ে।

তুমি বলবে আমাকে ঢের মিথ্যে কথা,
আমি শুনবো, মেয়ে।
তব স্বর্গের অর্ঘ্যের আমি দেবতা,
তব হৃদয়-গগনে আমি তপন-যথা,
তব হৃদয়-সাগরে চির-চঞ্চলতা—
চোখে ফুটলো আলো
মোর নয়নে চেয়ে ;—
ম্লান মোমের আলোয় মোরে বাসবে ভালো
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।

তুমি মোমের আলোয় ভালোবাসবে মোরে
মোরা পড়বো প্রেমে,
ভালো- বাসবো তোমায় আমি হৃদয় ভ'রে ;
এক তারকা-ফোটা ঘন সন্ধ্যা ধ'রে
মোরা বাসবো, বাসবো ভালো পরস্পরে ;
দূর আকাশ থেকে
প্রেম আসবে নেমে।
প্রেমে নাম ধ'রে-ঘরে মোরা আনবো ডেকে
মোরা পড়বো প্রেমে।

প্রেমিকের প্রার্থনা

চুলে তার খেলা করে হেমন্তের বিকালের সোনালি আলোক,
তরল নয়নে তার আলো-ভরা অন্ধকার করে টলমল ;
শিশিরের মতো মেয়ে, শিশিরের মতো তার শরীর শীতল,
তুষারের মতো সাদা দেহ তার—প্রদীপের মতো তার চোখ।
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

কবিতার মতো মেয়ে, সোনালি চুলের রাশি রহস্যে ঘোরালো,
গানের মতন মেয়ে, হাসি-ভরা দুই চোখ ইঙ্গিতে গভীর,
হাসি-ভরা সারা মুখ, আনন্দ-সৌরভে তার নিঃশ্বাস মদির ;
চুলে তার, চোখে তার মুখে তার উৎসবের আনন্দের আলো।
ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন, আর চুম্বনে মরণ ;
বাহুতে আনন্দ তার—অধর, হৃদয় ভরা প্রেমের সুষমা,
সকল মেয়ের প্রেমে এই মেয়ে অপরূপ, রূপে নিরুপমা।
এই মেয়ে !—আর কেউ জানে না বাসিতে ভালো তাহার মতন।
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

কঙ্কাবতী

নয়নে কামনা তার, অধরে অমৃত, আর পরশে মিনতি,
নখ-কোনে, আঁখি-কোনে বাসনার গুঞ্জরণ, দৃষ্টিতে দুরাশা,
কর-তলে, পদ্ম-তলে, বাহুতে, আঙুলে তার বহে ভালোবাসা;
এত রূপ এ-মেয়ের এই মেয়ে সকলের চেয়ে রূপবতী।
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

সকল মেয়ের প্রেম যার মাঝে সেই মোরে ভালোবাসিয়াছে,
কয়েছে মধুর কথা, মনের গোপন কথা হাত রেখে হাতে;
আমারে নিয়েছে ডেকে তারা-ভরা অন্ধকারে, সুরভিত রাতে—
রেখেছে আমার মুখ তার মুখে—হৃদয়ের, অধরের কাছে।
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

আমারে বেসেছে ভালো শিশিরের, তুষারের মতো এই মেয়ে,
প্রবল চুম্বনে তার, কোমল গুঞ্জনে, আর হৃদয়-স্পন্দনে ;—
দেহের রূপের মোহে, প্রাণের গভীর স্নেহে, প্রচুর যৌবনে
যে-মেয়ে বেসেছে ভালো, যে জানে বাসিতে ভালো সকলের চেয়ে
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ।

আর আমি—হায়, আমি ভালোবাসিয়াছি তার প্রতি দেহ-কণা,
এত ভালোবাসিয়াছি—সব তারে বলা যায়, কোথায় সে-ভাষা ?
তাই ভালোবেসে যাই, ভালোবেসে যাই তারে, তার ভালোবাসা ;
তাই তার তরে শুধু অধরের, হৃদয়ের একটি প্রার্থনা—
—ঈশ্বর, তাহারে তুমি কোরো আশীর্বাদ ।

মধ্য-রাত্রে

'Pray but one prayer for me 'twixt thy closed lips,
Think but one thought of me up in the stars.'

William Morris.

ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে ;
নয়ন তুলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার আকাশের পানে,
একবার মুখ তুলে ডাকিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে।
আকাশে তারার ভিড়, আকাশে রূপার রেখা বাঁকা চাঁদ জ্বলে ;
রজনী গভীর হয় ; বাতাসে মদির গন্ধ ; চাঁদ পড়ে ঢ'লে—
চাঁদের রূপালি রেখা লাল হ'য়ে ঢ'লে পড়ে পশ্চিমের কোলে।
রজনী গভীর হয় ; আকাশ আঁধার হ'য়ে আসে পলে-পলে—
ক্লান্ত চাঁদ ঢ'লে পড়ে, ক্লান্ত আঁখি ঢুলে আসে আকাশের তলে।
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে।
বাতায়নে তারা জাগে, চাঁদের রূপালি আলো শয়ন-শিথানে,
শিশিরের মত ঘুম ঝ'রে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে,
নয়ন জড়ায়ে আসে, নয়ন ভরিয়া যায় স্বপ্নের ফসলে ;

রাতের ঘুমের আগে কহিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে,
কহিয়ো আমার নাম ভালোবেসে একবার বালিসের কানে,
রাতের ঘুমের আগে ভাবিয়ো আমার কথা আকাশের তলে,
ভাবিয়ো আমার কথা ভালোবেসে একবার জানালার তলে ;
নয়ন মেলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার জানালার পানে,
একবার মুখ খুলে ডাকিয়ো আমার নাম বালিসের কানে ;
তারপর চোখ বুজে দেখিয়ো আমার মুখ আঁধারের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার ঘুমে-ভরা আঁধারের তলে—
রাতের ঘুমের আগে দেখিয়ো আমার মুখ নয়নের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার নয়নের পল্লবের তলে।
—কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে,
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
—তারা-ভরা আকাশের, তারা-ঝরা জানালার তলে
নিশীথের বাতাসের, ঘুমে ভরা বালিসের কানে।

•

রূপকথা

'I see thee always in my dreams—'
James Clarence Mangan,

নিয়ত তোমার স্বপ্ন দেখি,
কঙ্কাবতী !
নিয়ত তোমার স্বপ্ন দেখি :
আকাশে-আকাশে লক্ষ তারা
যে-কথা রটায় শূন্য ভ'রে,
পল্লবদলে মর্মরিয়া
নিশীথ-বাতাস দীর্ঘশ্বাসে
যে-কথা কহে ;
স্রোতের জলের কলস্বরে
ছড়ায় যে-কথা ফেনার মতো,
যে-কথা সকল কথার পরে
ফোটে তারাময় একটি কথা—
সে যদি না হ'তো তোমার নাম,
সে যদি না হ'তো তোমার কথা,
তবে আকাশের লক্ষ তারা
কবে নিবে যেতো অন্ধকারে,

তবে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
তরঙ্গায়িত স্রোতের জল
বিশাল শূন্যে নীরব হ'তো—
কথা হ'তো তবে কেবলি কথা
কোনো কথা আর হ'তো না গান,
সে যদি না হ'তো তোমার নাম
সে যদি না হ'তো তোমার কথা।

কঙ্কা, তোমার স্বপ্ন দেখি,
কঙ্কা, তোমার স্বপ্ন দেখি ;
রাত্রির মতো তোমার চুল,
হৃদয়ে তাহার স্বপ্ন দেখি।
মৃত্যুর মতো তোমার চুল
আমার হৃদয়ে জড়ায়ে গেছে ;
বিদ্যুৎ-ভরা চোখের আভা
আমার দৃষ্টি রেখেছে ছেয়ে।
এলোমেলো কালো তোমার চুল
দুঃখের মতো বুকের 'পরে,
আমার বুকের, মুখের 'পরে
তরঙ্গ-সম তোমার চুল।

কঙ্কাবতী

তরঙ্গ-সম তোমার চুল,
সঙ্গীত-সম শরীর তব,
বুকের রেখায় চাঁদের কণা ;
পূর্ণিমা-চাঁদ বুকের 'পরে।
তিমিরের তলে লুকানো সে-চাঁদ
আমি জানি,
আমার রক্তে উষ্ণ ছন্দে
তারি বাণী।
কঙ্কা, আমার স্বপ্নের 'পরে বন্যার মতো তোমার চুল,
অধরে তোমার চাঁদে ও আঁধারে কাড়াকাড়ি,
বুকের রেখায় নতুন চাঁদের কণা।
কঙ্কা, তোমার স্বপ্ন দেখি :
আমার মনের গহন আঁধারে, আঁধার আকাশে, আকাশের দূর তারায়-তারায়
নিয়ত তোমার স্বপ্ন দেখি,
স্বপ্ন দেখি।

হঠাৎ হাওয়া

শীতের মাঝে হঠাৎ এলো দক্ষিণের হাওয়া,
সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায় কিসের স্বপ্ন দেখে—
সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে উন্মনের হাওয়া।
ঘুমের রাজপ্রাসাদ ভ'রে মর্মরের সিঁড়ি
সেথায় শত শ্বেতচরণ করছে আনাগোনা,
শ্বেতমণির দ্যুতি বিলায় ক্ষণপ্রকাশ উরু,
বুকের মধ্যে লাগে এসে কঙ্কণের কোনা।
সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায় ব্যথার কলরোলে।
সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে অলস ভাবনাগুলি
ঘূর্নি হাওয়ায় এলোমেলো শুকনো পাতার মতো-
ঘুমের রাজপথের 'পরে বসন্তের স্রোত।
ঘূর্নি হাওয়ায় এলোমেলো কল্পনার কণা
সমস্ত রাত পাতার মতো বুকের 'পরে ঝরে,
সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে চুম্বনের হাওয়া,
সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায় ব্যথার আলোড়নে।

শেষের রাত্রি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা,
যোজনের পরে হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার,
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার·
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

বিশাল আকাশ বাসনার মতো পৃথিবীর মুখে এসেছে নেমে,
ক্লান্ত শিশুর মতন ঘুমায় ক্লান্ত সময় সহসা থেমে ;
দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী করিছে খাঁ-খাঁ।
(আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার·
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া,
হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জ্বলে যেথা চাঁদ, চির-আঁধারের আড়ালে বাঁকা।
(তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার,
তোমারি চোখের বাসনার মতো অন্ধকার।
তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

এসেছিলো যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা কত কুটিল শাখা।
(এসো চ'লে এসো : সেখানে সময় সীমানাহীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন ;
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

ক ঙ্কা ব তী

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা।
(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্ত ভ'রে উন্মাদনা।
কোটি সূর্য্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাখা।
(কোটি-কোটি মৃত সূর্য্যের মতো অন্ধকার
তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ-ভার;
এসো চ'লে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার-
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জে ফুঁড়ে,—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
(এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)